ভোরের কাগজ

২৪।৬।2002

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ....২....

চট্টগ্রাম বিআইটিকে ৩০ জুনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবি

ধর্মঘট-অনশনসহ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদ

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে (বিআইটি) পূর্ণাঙ্গ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবি জানিয়েছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদ। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আগামী ৩০ জুনের মধ্যে এ ব্যাপারে সরকারি ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তারা জানান।

পরিষদের আহ্বায়ক প্রকৌশলী ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে তাদের দাবিদাওয়ার সমর্থনে আগামী ১৭ জুন ক্যাম্পাসে অবস্থান ধর্মঘট, ২০ জুন চট্টগ্রাম শহরে র‍্যালি এবং ২৪ জুন প্রতীক অনশনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে বিআইটির শিক্ষার্থীরা একই দাবিতে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে বিআইটির সামনে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।

লিখিত বক্তব্যে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিআইটিতে বর্তমানে প্রায় পৌনে ২০০ একর জমি রয়েছে। ফলে সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় করতে হলে নতুন করে কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে না। বর্তমানে যে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে তা নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করবে। এরই পাশাপাশি বিআইটির বর্তমান অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের শিক্ষাদানে সক্ষম বলেও দাবি করা হয় সংবাদ সম্মেলনে।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভৌত অবকাঠামো, ল্যাবরেটরি, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী সংবলিত সমন্বিত এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছাতে কোনো সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় দেড় যুগেরও বেশি সময় লাগবে। কিন্তু বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য শুধুমাত্র সামান্য কিছু পরিচালনা ব্যয় ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সময়োপযোগী নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারি একটি ঘোষণাই যথেষ্ট।

চট্টগ্রামের প্রকৌশল প্রযুক্তিগত শিক্ষার উন্নয়ন এ অঞ্চলের শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রগতির [illegible] সম্পর্কযুক্ত। তাই চট্টগ্রাম তথা জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে চট্টগ্রাম বিআইটিকে [illegible] প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা একান্ত অপরিহার্য বলে নেতৃবৃন্দ [illegible] করেন।

[illegible] অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রকৌশলী [illegible] আলী আশরাফ, সদস্য সচিব প্রকৌশলী মীর সাকি কাওসার, প্রকৌশলী [illegible]উদ্দিন মহম্মদ কামরান, আবু কাউছারসহ বিআইটির শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।